পরীক্ষা আগানোর দাবিতে বিএমডিসি অবরোধ শিক্ষার্থীদের

■ সমকাল প্রতিবেদক

চলতি মাসেই আলাদাভাবে ফাইনাল পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা দিতে চান ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের অকৃতকার্য ও অনিয়মিত প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থী। এ দাবিতে গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর বিজয়নগরে বিক্ষোভ করেছেন তারা। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) সামনে অবস্থান নেন প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী। এ সময় ওই ভবনে কেউ ঢুকতে বা বের হতে পারেননি।

> দুই ব্যাচের পরীক্ষা একসঙ্গে নিতে চাচ্ছে, যেখানে নিয়ম অনুযায়ী আমরা আলাদা একটা পরীক্ষা পাই

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের ফাইনাল প্রফেশনাল সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা আয়োজনের দাবিতে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি করছেন তারা। এক শিক্ষার্থী বলেন, আমাদের পরের ব্যাচকে আমাদের আগে আনতে চাচ্ছে। আর আমাদের সময় পিছিয়ে দিতে চাচ্ছে। দুই ব্যাচের পরীক্ষা একসঙ্গে নিতে চাচ্ছে, যেখানে নিয়ম অনুযায়ী আমরা আলাদা একটা পরীক্ষা পাই। আলাদা পরীক্ষা আমাদের ন্যায্য দাবি।

আনন্দ নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ফাইনাল পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা গত বছরের নভেম্বরে নেওয়ার কথা ছিল। এখন সে পরীক্ষা আগামী মে মাসে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বিএমডিসির। মে মাসে ২০১৯-২০ ব্যাচের সঙ্গে আমাদের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছে। আমরা আলাদা পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলছি। কিন্তু বিএমডিসি নিচ্ছে না।

দুই ব্যাচের পরীক্ষা একসঙ্গে নিলে কী সমস্যা– জানতে চাইলে তনি বলেন, আমাদের যদি আরও দুই মাস পিছিয়ে দেয় তাহলে এমডি, এমএস, এফসিপিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারব না। আমরা ইতোমধ্যে দেড় বছর পিছিয়ে গেছি। মে মাসে পরীক্ষা নিলে আরও পিছিয়ে যাব।

বিএমডিসির রেজিস্ট্রার চিকিৎসক লিয়াকত আলী বলেন, গত নভেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এমবিবিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি এমন দেড় হাজারের মতো শিক্ষার্থী আছে। মে মাসে পরীক্ষার যে সূচি হয়, সেখানেও অনুত্তীর্ণদের অংশ নেওয়ার সুযোগ আছে। এটাই নিয়ম। এর বাইরে পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগ নেই। তারা চাচ্ছে একটা মধ্যবর্তী পরীক্ষা। কিন্তু এটা আইনবহির্ভূত। পরীক্ষা কীভাবে নেবে, রুটিন কী হবে, সেটা ঠিক করে ডিন অফিস।

বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ফাইনাল পেশাগত পরীক্ষা হয় গত নভেম্বরে। এতে প্রায় ১৫০০ পরীক্ষার্থী এক বা একাধিক

বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হন। পাঠ্যক্রম অনুযায়ী তাদের মানোন্নয়ন পরীক্ষা এক মাসের মধ্যে হওয়ার কথা। কিন্তু তা নিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।